BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03010041

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 01| January 2025| e-ISSN: 2584-1890

বর্তমান মন্দির নির্মাণে স্থাপত্যকলায় আধুনিকতার ছাপ: ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, রূপান্তর ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

Amiya Kumar Sing

Assistant Teacher of Hatgacha Haridas Vidyapith (HS), Newtown, Kolkata
Email: singhamiya142@gmail.com

সারাংশ:

ভারতীয় মন্দির স্থাপত্য কেবল ধর্মীয় ভক্তির বহিঃপ্রকাশ নয়; এটি একই সঙ্গে সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, শিল্পচর্চা, আঞ্চলিক পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতিরও এক গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যমান রূপ। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় মন্দির যেখানে শাস্ত্রনির্ভর পরিকল্পনা, প্রতীকী স্থানবিন্যাস, অলংকরণ, দেবমূর্তি-কেন্দ্রিক স্থাপত্য এবং পবিত্র ভূগোলের ধারায় গড়ে উঠেছিল, সেখানে বর্তমান সময়ে মন্দির নির্মাণের প্রকৃতি লক্ষণীয়ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। এখনকার মন্দির আর কেবল গর্ভগৃহ, শিখর, প্রদক্ষিণপথ ও মণ্ডপকেন্দ্রিক ধর্মীয় স্থাপনা নয়; বরং তা বহুলাংশে সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স, নগর অবকাঠামো, পর্যটন কেন্দ্র, স্মৃতি-রাজনীতির ক্ষেত্র এবং পরিচয় নির্মাণের স্থাপত্যমাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

এই গবেষণাপত্রে বর্তমান মন্দির নির্মাণে আধুনিকতার ছাপকে একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় দেখানো হয়েছে কীভাবে প্রাচীন নাগর, দ্রাবিড় ও ভেসর রীতির ঐতিহ্য সমকালীন স্থাপত্যে পুনর্নির্মিত হচ্ছে; কীভাবে RCC, steel support, digital design, crowd-management architecture, corridor planning, illumination, accessibility, environmental landscaping এবং ধর্মীয়-জাতীয় প্রতীকতত্ত্ব—সব মিলিয়ে নতুন ধরনের "আধুনিক পবিত্র স্থাপত্য" নির্মাণ করছে।

এই নিবন্ধের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হলো—বর্তমান মন্দির নির্মাণে আধুনিকতা ঐতিহ্যের বিনাশ নয়; বরং ঐতিহ্যের পুনর্ব্যাখ্যা, পুনঃউপস্থাপন এবং নতুন সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে তার সক্রিয় অভিযোজন। এই অর্থে আধুনিক মন্দির স্থাপত্য একদিকে ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বহন করে, অন্যদিকে তা সমকালীন সমাজের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, নান্দনিক ও রাজনৈতিক চাহিদারও প্রতিফলন।

সূচক শব্দ: *মন্দির স্থাপত্য, আধুনিকতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় স্থাপত্য, নগরায়ণ, Vāstu, সমকালীন ভারত, পবিত্র স্থান, স্থাপত্য-রূপান্তর, সাংস্কৃতিক রাজনীতি।*

ভূমিকা:

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে মন্দির একটি বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠান। এটি কেবল পূজা-অর্চনার স্থান নয়; বরং শিল্প, সংগীত, নৃত্য, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্মৃতি এবং ক্ষমতারও কেন্দ্র। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মন্দির ছিল একাধারে ধর্মীয় কেন্দ্র, জনজীবনের

সাংস্কৃতিক মঞ্চ এবং শাসকশ্রেণির প্রতীকী ক্ষমতার দৃশ্যমান রূপ। গুপ্তযুগ থেকে পাল, চোল, চালুক্য, হোয়সালা, চন্দেলা, কলিঙ্গ ও সেন-পর্ব পর্যন্ত ভারতীয় মন্দির স্থাপত্য এক দীর্ঘ বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। এই ধারায় মন্দিরকে কেবল স্থাপত্য হিসেবে নয়, বরং কসমিক মডেল, পবিত্র ভূগোল, এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল।[1]

কিন্তু বর্তমান সময়ে মন্দির নির্মাণের প্রকৃতি গভীরভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর মন্দির নির্মাণে আর কেবল গর্ভগৃহ, মণ্ডপ, শিখর, অলংকরণ বা দেবমূর্তির পবিত্রতা মুখ্য নয়; বরং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৃহৎ করিডর, যাত্রীসুবিধা, ডিজিটাল আলোকসজ্জা, accessibility, landscaping, tourism infrastructure এবং visual branding। ফলে সমকালীন মন্দির স্থাপত্যকে শুধুমাত্র ধর্মীয় স্থাপত্য হিসেবে ব্যাখ্যা করলে তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য আংশিকভাবে ধরা পড়ে।

বর্তমান মন্দির নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—এখানে ঐতিহ্যকে প্রত্যাখ্যান করা হয় না; বরং তাকে নতুন প্রযুক্তি, নতুন উপকরণ, নতুন নগর বাস্তবতা এবং নতুন সাংস্কৃতিক কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে পুনর্নির্মাণ করা হয়। অর্থাৎ, আধুনিক মন্দির নির্মাণ একদিকে অতীতের শাস্ত্রীয় রীতিকে স্মরণ করে, অন্যদিকে তা সমকালীন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভাষায় নতুন অর্থও অর্জন করে। এই কারণেই বর্তমান মন্দির নির্মাণকে কেবল "ধর্মীয় নির্মাণ" হিসেবে নয়, বরং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও আধুনিক রূপান্তরের সংযোগস্থল হিসেবে পাঠ করা প্রয়োজন।

এই গবেষণাপত্রের মূল প্রশ্ন হলো—

বর্তমান মন্দির নির্মাণে আধুনিকতার প্রকাশ কীভাবে ঘটছে, এবং তা ভারতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে কীভাবে পুনর্নির্মাণ করছে?

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণায় ঐতিহাসিক-ব্যাখ্যামূলক ও গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের উৎস

এই গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে নিম্নোক্ত উৎস থেকে—

1. স্থাপত্য-ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ
2. সমকালীন গবেষণা-প্রবন্ধ ও জার্নাল নিবন্ধ
3. মন্দির পরিকল্পনা, পবিত্র নগর ও Vāstu-সংক্রান্ত একাডেমিক আলোচনা
4. সমকালীন মন্দির প্রকল্প ও redevelopment সম্পর্কিত নকশা-ভিত্তিক বিবরণ
5. ভারতের ধর্মীয় অবকাঠামো ও pilgrimage planning সম্পর্কিত বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণী কাঠামো

গবেষণায় নিম্নলিখিত বিশ্লেষণী পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে—

- ঐতিহাসিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ
- স্থাপত্য-রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
- সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ
- কার্যকরী বিশ্লেষণ

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণা মূলত ইতিহাস ও স্থাপত্যের আন্তঃবিষয়ক পাঠ; তাই এখানে পূর্ণাঙ্গ field survey অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সমকালীন সব মন্দির প্রকল্পের নকশা ও কারিগরি নথি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। তবুও প্রাপ্ত তথ্য ও গবেষণালব্ধ উপাদানের ভিত্তিতে সমকালীন মন্দির স্থাপত্যের পরিবর্তনশীল চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই গবেষণার মূল অনুমান হলো—

বর্তমান মন্দির নির্মাণে আধুনিকতা ঐতিহ্যকে বিলুপ্ত করে না; বরং ঐতিহ্যকে নতুন প্রযুক্তি, উপকরণ, নান্দনিকতা, জনপরিসর ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির মাধ্যমে পুনর্গঠিত করে।

উপ-অনুমান

1. সমকালীন মন্দির নির্মাণে শাস্ত্রীয় স্থাপত্যভাষা বজায় থাকলেও তার কার্যকারিতা ও উপস্থাপনভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে।
2. বর্তমান মন্দির স্থাপত্যে ধর্মীয়তা, পর্যটন, নগর অবকাঠামো ও সাংস্কৃতিক ব্র্যান্ডিং একত্রে কাজ করছে।
3. আধুনিক মন্দির প্রকল্পে রাষ্ট্র, পৃষ্ঠপোষক সংস্থা, নগর পরিকল্পনা ও জনস্মৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
4. সমকালীন মন্দির নির্মাণ অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক স্মারক ও পরিচয়-স্থাপত্য হিসেবে কাজ করছে।

মূল আলোচনা

১. ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি

ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের সূত্রপাত এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে নিহিত। গুপ্তযুগে মন্দিরের প্রাথমিক রূপ পরিলক্ষিত হলেও পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিক রীতির বিকাশের সঙ্গে এর রূপবৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। উত্তর ভারতে নাগর, দক্ষিণে দ্রাবিড়, এবং মধ্য ও দাক্ষিণাত্যে ভেসর শৈলীর উদ্ভব ভারতীয় স্থাপত্য ইতিহাসে স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে। এই স্থাপত্যে গর্ভগৃহ ছিল মহাবিশ্বের কেন্দ্রের প্রতীক; শিখর বা বিমান ছিল আধ্যাত্মিক আরোহনের চিহ্ন; মণ্ডপ ছিল সামাজিক-ধর্মীয় সমাগমের ক্ষেত্র।[2]

Subhash Kak ভারতীয় মন্দির পরিকল্পনায় axis ও perimeter-এর প্রতীকী গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে দেখিয়েছেন যে মন্দির কেবল একটি ভবন নয়; এটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও প্রতীকী পরিমাপের এক সুনির্মিত সাংস্কৃতিক গঠন।[3] এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি কেবল ধর্মীয় নীতিতে নয়; বরং cosmology, sacred geometry এবং ritual space-এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমকালীন মন্দির নির্মাণে এই ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। বরং বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন স্থাপত্যভাষা—যেমন শিখর, স্তম্ভ, খচিত পাথর, প্রতীকী প্রবেশদ্বার, মণ্ডপীয় পরিকল্পনা—আধুনিক নির্মাণের ভাষায় পুনর্গঠিত হয়েছে। এভাবে ঐতিহ্য এখানে স্মৃতি হিসেবে নয়, বরং নির্মাণযোগ্য সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে কাজ করছে।

২. আধুনিক উপকরণ, প্রকৌশল ও নির্মাণ-প্রযুক্তির ব্যবহার

সমকালীন মন্দির স্থাপত্যের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো আধুনিক উপকরণ ও প্রযুক্তির সক্রিয় ব্যবহার। অতীতে প্রধানত পাথর, ইট, চুন-সুরকি, কাঠ ও আঞ্চলিক উপাদান ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে বহু মন্দির প্রকল্পে RCC frame, steel reinforcement, machine-cut stone, prefabricated components, controlled lighting, electrical planning, sound engineering এবং advanced service infrastructure ব্যবহার করা হচ্ছে।

এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো—বহু ক্ষেত্রে বাহ্যিক রূপ ঐতিহ্যবাহী রাখা হলেও অভ্যন্তরীণ নির্মাণে আধুনিক প্রকৌশল যুক্তি কার্যকর থাকে। অর্থাৎ, দর্শকের চোখে মন্দিরটি "প্রাচীন" বা "শাস্ত্রীয়" মনে হলেও, তার স্থায়িত্ব, load distribution, climate control, drainage, electrical layout এবং visitor flow সম্পূর্ণ সমকালীন প্রকৌশল কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। এই দ্বৈততা বর্তমান মন্দির স্থাপত্যকে traditional modernity-র এক শক্তিশালী উদাহরণে পরিণত করেছে।

এখানে আধুনিকতার অর্থ কেবল "নতুন উপকরণ" নয়; বরং নিরাপত্তা, টেকসই ব্যবহার, mass access এবং maintenance-friendly architecture-এর সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয়। ফলে আধুনিক মন্দির নির্মাণ এক ধরনের "দৃশ্যত ঐতিহ্যবাহী কিন্তু প্রযুক্তিগতভাবে আধুনিক" স্থাপত্যরূপ লাভ করেছে।

৩. Vāstu ও Śilpaśāstra-র পুনর্ব্যাখ্যা:

বর্তমান মন্দির নির্মাণে প্রাচীন Vāstuśāstra ও Śilpaśāstra এখনও গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এই প্রয়োগ এখন আর নিছক অনুকরণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা আধুনিক প্রয়োজনের আলোকে পুনর্ব্যাখ্যাত। শাস্ত্রীয় Vāstu-র ধারণা যেমন দিকনির্দেশ, আলোকপ্রবেশ, স্থানবিন্যাস, জ্যামিতিক অনুপাত ও শক্তিক্ষেত্র—সমকালীন স্থাপত্যে তা climatic design, daylight use, symbolic orientation, circulation planning এবং spatial hierarchy-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থ ধারণ করছে।[4]

Shanta Dash ও Mahendra Joshi দেখিয়েছেন যে সমকালীন ভারতীয় স্থাপত্যচর্চায় Vāstu-র নীতিকে প্রায়ই আধুনিক building by-laws, environmental comfort এবং human well-being-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।[5] ফলে বর্তমান মন্দির নির্মাণে Vāstu কেবল ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নয়; বরং সাংস্কৃতিক বৈধতা, নকশাগত পরিচয় এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষণীয়—শাস্ত্রীয় জ্ঞানকে আর স্থির, অপরিবর্তনীয় বা 'অতীতের অনুলিপি' হিসেবে দেখা হচ্ছে না; বরং তা সমকালীন স্থাপত্যের ব্যাখ্যাযোগ্য নৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে আধুনিক মন্দির নির্মাণে ঐতিহ্য জীবন্ত থাকে, কিন্তু তা নতুন প্রেক্ষাপটে নতুন ভাষা অর্জন করে।

৪. মন্দির থেকে 'Sacred Urban Complex': নগরায়ণ, করিডর ও অবকাঠামো

সমকালীন মন্দির নির্মাণের একটি বড় রূপান্তর হলো—মন্দির এখন আর কেবল একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় ভবন নয়; বরং তা একটি sacred urban complex-এ পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ, আধুনিক মন্দির প্রকল্পে গর্ভগৃহ বা মূল মন্দিরের পাশাপাশি পরিকল্পিত হয়—

- প্রশস্ত প্রবেশপথ
- queue management zone
- দর্শনার্থী করিডর
- যাত্রীসুবিধা কেন্দ্র
- নিরাপত্তা অবকাঠামো
- পার্কিং, service access ও sanitation zone
- public plaza ও heritage-sensitive landscaping

এই পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হলো কাশী বিশ্বনাথ ধাম পুনর্বিন্যাস প্রকল্প, যেখানে ধর্মীয় কেন্দ্রকে ঘিরে অভিগম্যতা, পরিচ্ছন্নতা, crowd management, modern utilities এবং sacred precinct redevelopment-কে স্থাপত্য পরিকল্পনার কেন্দ্রে আনা হয়েছে।[6] এতে প্রতিদিনের এবং উৎসবকেন্দ্রিক বিপুল জনসমাগমকে স্থাপত্য-পরিকল্পনার একটি প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

এখানে আধুনিকতার অর্থ কেবল স্থাপত্যগত নয়; বরং urban governance-এর সঙ্গে যুক্ত। মন্দির এখন নগর ব্যবস্থাপনা, পরিবহন, পথনির্দেশ, sanitation, surveillance ও tourism economy-র সঙ্গে জড়িত। এর ফলে ধর্মীয় স্থাপত্যের ধারণা প্রসারিত হয়ে public infrastructure of faith-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

৫. মন্দির একটি সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স হিসেবে

বর্তমান সময়ে বহু মন্দির নির্মাণ প্রকল্প কেবল পূজার স্থান হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও সামাজিক অংশগ্রহণ-এর বহুমাত্রিক পরিসর হয়ে উঠছে। সমকালীন মন্দির কমপ্লেক্সে প্রায়শই দেখা যায়—

- প্রদর্শনীকক্ষ
- ধর্মীয় পাঠাগার
- সাংস্কৃতিক অডিটোরিয়াম
- ভক্ত নিবাস
- ভোজনালয়
- জলের উপাদান ও উদ্যান
- আলোকসজ্জা-ভিত্তিক আচার-অভিজ্ঞতা
- museum-like interpretive space

এই পরিবর্তনের ফলে মন্দির এখন কেবল পূজা-অর্চনার স্থান নয়; বরং living cultural institution-এ পরিণত হচ্ছে। Manan Singal-এর আলোচনায় দেখা যায়, ভারতীয় পবিত্র বসতি ও মন্দিরকে ঘিরে জীবনযাত্রা, গৃহ, রাস্তা ও সামাজিক অভিজ্ঞতা একত্রে একটি বহুস্বরিক interiority তৈরি করে।[7] এই তত্ত্ব সমকালীন মন্দির কমপ্লেক্স বোঝার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কারণ আধুনিক মন্দির স্থাপত্যে ধর্মীয়তার পাশাপাশি experience design-এর একটি সচেতন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অর্থাৎ, মন্দির এখন ধর্মীয় রীতির পাশাপাশি দর্শন, অংশগ্রহণ, স্মৃতি, সাংস্কৃতিক শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক পর্যটন—সব কিছুর মিলিত অবকাঠামো।

৬. নান্দনিক রূপান্তর: ঐতিহ্য, দৃশ্যমান মহিমা ও ‘Visual Heritage’

সমকালীন মন্দির নির্মাণে নান্দনিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। আধুনিক মন্দির এখন প্রায়শই দৃশ্যমান মহিমা (visual monumentality)-র উপর বিশেষ জোর দেয়। বৃহৎ স্কেল, সুসমমিত প্রবেশ অক্ষ, বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, আলোকিত façade, সুনিয়ন্ত্রিত পাথরখোদাই, night illumination, ceremonial steps এবং photogenic frontage—এসব এখন মন্দিরকে কেবল আধ্যাত্মিক নয়, দৃশ্য-সংস্কৃতির অংশ করে তুলেছে।

এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠে আসে—এই নান্দনিকতা কি “ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ”, নাকি “ঐতিহ্যের প্রদর্শনীকরণ”? উত্তরটি সরল নয়। একদিকে, কারুশিল্প, ভাস্কর্য, শাস্ত্রীয় মোটিফ ও পাথর-ভিত্তিক স্থাপত্য ভাষার পুনঃপ্রবর্তন ঘটছে; অন্যদিকে, সেগুলি এমনভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে যাতে তা পর্যটক, মিডিয়া, ডিজিটাল চিত্রায়ন ও রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা-র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

এই কারণেই সমকালীন মন্দির স্থাপত্যকে "শুধু ধর্মীয়" বলে দেখলে তার নান্দনিক রাজনীতি ধরা পড়ে না। এটি এখন এক ধরনের visual heritage production, যেখানে স্থাপত্য নিজেই সাংস্কৃতিক বার্তা বহন করে।

৭. সাংস্কৃতিক রাজনীতি, পরিচয় ও স্মৃতির স্থাপত্য

বর্তমান মন্দির নির্মাণকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বা "শুধু ধর্মীয়" স্থাপত্য-প্রকল্প হিসেবে দেখা যায় না। বহু ক্ষেত্রে এটি ঐতিহাসিক স্মৃতি, আঞ্চলিক গর্ব, ধর্মীয় পরিচয়, সাংস্কৃতিক পুনর্দাবি এবং জাতীয়তাবোধ-এর দৃশ্যমান রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সমকালীন ভারতে বহু মন্দির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প এমনভাবে উপস্থাপিত হয়, যেন তা "গৌরবময় অতীত"-এর পুনরাগমন বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এই প্রবণতা দেখায় যে মন্দির এখন কেবল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নয়; বরং তা identity architecture হিসেবেও কাজ করছে। এর মধ্যে heritage, memory, nationalism এবং devotional public culture একত্রে ক্রিয়াশীল। একই সঙ্গে এই প্রবণতা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কও তৈরি করে—

- সংরক্ষণ বনাম পুনর্নির্মাণ
- ঐতিহাসিকতা বনাম প্রতীকীতা
- পবিত্রতা বনাম প্রদর্শন
- জনধর্মীয়তা বনাম রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা

অতএব, সমকালীন মন্দির স্থাপত্যকে বুঝতে হলে এর ধর্মীয় চরিত্রের পাশাপাশি এর সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ব্যবহার-কেও গুরুত্ব দিতে হবে।

৮. সংরক্ষণ, ডিজিটাল আধুনিকতা ও ভবিষ্যৎ স্থাপত্যচিন্তা

বর্তমান মন্দির স্থাপত্যে আধুনিকতার আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো সংরক্ষণ ও পুনর্গঠনে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার। 3D documentation, laser scanning, digital modelling, archival reconstruction, image restoration, computer vision এবং virtual interpretation এখন ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। Arkaprabha Basu-র গবেষণায় ভারতীয় মন্দিরের আলংকারিক উপাদান ডিজিটালভাবে পুনর্গঠন ও বিশ্লেষণের সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে।[৪]

এটি প্রমাণ করে যে আধুনিকতা কেবল নতুন মন্দির নির্মাণেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পুরনো ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ, নথিবদ্ধকরণ ও পুনর্পাঠের ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন মন্দির স্থাপত্যকে ঐতিহ্য ও প্রযুক্তির সৃজনশীল সম্বন্ধ হিসেবে দেখা যায়।

গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ:

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়—

1. বর্তমান মন্দির নির্মাণে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সহাবস্থান স্পষ্ট।
2. মন্দির এখন কেবল ধর্মীয় স্থাপনা নয়; বরং বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ও নগর অবকাঠামো।
3. সমকালীন মন্দির পরিকল্পনায় জনসমাগম, নিরাপত্তা, accessibility ও tourism management অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

4. Vāstu ও শাস্ত্রীয় স্থাপত্যভাষা এখনও কার্যকর, তবে তা পুনর্ব্যাখ্যাত রূপে উপস্থিত।

5. আধুনিক মন্দির অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক স্মারক, পরিচয়-স্থাপত্য ও visual heritage-এর অংশ।

6. সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণে ডিজিটাল প্রযুক্তি নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করেছে।

উপসংহার:

বর্তমান মন্দির নির্মাণে স্থাপত্যকলায় আধুনিকতার ছাপ ভারতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক রূপান্তরের নির্দেশক। এটি কেবল প্রাচীন রীতির অনুকরণ বা আধুনিক প্রকৌশলের প্রয়োগ নয়; বরং ঐতিহ্য, প্রযুক্তি, নগরায়ণ, নান্দনিকতা, জনপরিসর এবং পরিচয়-রাজনীতির জটিল সমন্বয়। সমকালীন মন্দিরে গর্ভগৃহের পবিত্রতা, শিখরের প্রতীকীতা, শাস্ত্রীয় অনুপাত এবং কারুশিল্পের ঐতিহ্য বজায় থাকলেও, তার চারপাশে গড়ে উঠছে নতুন ধরনের অভিগম্য, পরিকল্পিত, স্মারকধর্মী ও প্রদর্শনযোগ্য ধর্মীয় পরিসর।

অতএব, বর্তমান মন্দির স্থাপত্যকে "ঐতিহ্যের অবক্ষয়" হিসেবে দেখার চেয়ে "ঐতিহ্যের রূপান্তর" হিসেবে দেখা অধিক যুক্তিযুক্ত। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এই রূপান্তর ভারতীয় সমাজে ধর্ম, স্মৃতি, স্থাপত্য, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ককে নতুনভাবে অনুধাবনের সুযোগ করে দেয়। ভবিষ্যতে যদি আঞ্চলিক ক্ষেত্রসমীক্ষা, কারিগর সম্প্রদায়, দর্শনার্থী অভিজ্ঞতা এবং পবিত্র-নগর পরিকল্পনার উপর আরও গবেষণা করা যায়, তবে এই আলোচনাকে আরও গভীর ও সুসংহত করা সম্ভব হবে।

তথ্যসূত্র:

1. Stella Kramrisch, *The Hindu Temple*, Vol. I (Delhi: Motilal Banarsidass, 1976), pp. 3–15.

2. Percy Brown, *Indian Architecture: Buddhist and Hindu Periods* (Mumbai: D.B. Taraporevala Sons, 1959), pp. 97–132.

3. Subhash Kak, "The Axis and the Perimeter of the Temple," *arXiv* (2009), pp. 1–16.

4. P. K. Acharya, *Architecture of Mānasāra* (Delhi: Munshiram Manoharlal, reprint ed.), pp. 21–39.

5. Shanta Dash and Mahendra Joshi, "Redefining Vastu Shastra Principles With Reference To The Contemporary Architectural Practices In India," *Journal of Pharmaceutical Negative Results* 13, Special Issue 08 (2022): pp. 349–358.

6. Swara Popat, "Corridor to Eternity: Redevelopment of the Kashi Vishwanath Temple Precinct," *Insite – Indian Design Magazine* (May 2025), n. pag.

7. Manan Singal, "Interiority of Agraharam: Traditional Houses in Temple Towns of India," *Interiority* 5, no. 1 (2022): pp. 75–96.

8. Arkaprabha Basu, "Revealing the Ancient Beauty: Digital Reconstruction of Temple Tiles using Computer Vision," *arXiv* (2025): pp. 1–14.

Citation: **Sing. A. K.,** (2025) "বর্তমান মন্দির নির্মাণে স্থাপত্যকলায় আধুনিকতার ছাপ: ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, রূপান্তর ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.